নরসিংদীতে গণপিটুনি ও পুলিশের পিটুনীর পর পুলিশ হেফাজতে নাঈম পাঠান এর মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৭ মে ২০১১ তারিখে নাঈম পাঠান (১৮), সাখাওয়াত হোসেন (২০) এবং ইব্রাহীম মিয়া (২৫) ছিনতাই এর অভিযোগে স্থানীয় জনসাধারনের হাতে ধরা পড়লে পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ৮ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ৭:৪০টায় নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নরসিংদী জেলার পলাশ থানার জিনারদী ইউনিয়নের বারারচর গ্রামের মোকলেস পাঠান ও আকলিমা বেগমের ছেলে নাঈম পাঠান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরিবারের অভিযোগ, নরসিংদীর শিবপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করেছে যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শিবপুর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে:

- নাঈমের পরিবারবর্গ
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক
- নরসিংদী জেলা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার ও মর্গ সহকারী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য
- সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

ছবি: নাঈম পাঠান

মোরশেদ পাঠান (৩০), নাঈমের বড় ভাই

মোরশেদ পাঠান অধিকারকে জানান, তাঁরা তিন ভাই ও দুই বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে সবার ছোট নাঈম বাড়ির পাশেই একটি কীটনাশক ঔষুধ ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন এবং পাশাপাশি নার্সারীর ব্যবসা করতেন। তিনি বলেন, গত ৭ মে ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৪:০০টায় তাঁর বাবা তাঁকে ফোন করে বলেন যে, নাঈমকে শিবপুর মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে মারধর করায় নাঈম নরসিংদী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। এ খবর জানতে পেরে তিনি সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০টায় ঐ হাসপাতালে যান এবং নাঈমকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আরও দেখতে পান নাঈমের ডান হাঁটুর নিচে ব্যান্ডেজ করা আছে এবং আঘাতের কারণে সারা শরীর ফোলা। এছাড়াও নাঈমের কোমড়ের হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছে। রাত আনুমানিক ৯:০০টায় ডাক্তারের পরামর্শে এসআই নিজামসহ ৪ জন পুলিশ নাঈমকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৮ মে ২০১১ রাত আনুমানিক ১২:১৫টায় নাঈমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার একজন ডাক্তার নাঈমের মাথার সিটিস্ক্যান করেন। সিটিস্ক্যান করার পর নাঈমের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার তাঁকে স্বাভাবিক বলে অভিহিত করে একটি চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্ত দিয়ে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। ৮ মে ২০১১ রাত আনুমানিক ৩:০০টায় নাঈমকে আবার নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং ৮ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ৭:৪০টায় নাঈম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এরপর লাশ ময়নাতদন্তের জন্যে নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্ত শেষে বিকেল আনুমানিক ৫:০০টায় পুলিশ সদস্যরা নাঈমের লাশ তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। একইদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০টায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে নাঈমের লাশ দাফন করা হয়। তিনি আরও জানান, নাঈম কোন প্রকার নেশা বা অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এছাড়া নাঈমের নামে কোন থানায় মামলা বা সাধারণ ডায়েরী (জিডি) ছিল না। মোরশেদ পাঠান আরো বলেন, নাঈমের মৃত্যুর কারণে তিনি বাদী হয়ে দন্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় শিবপুর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

জাকির হোসেন (৩৫), প্রত্যক্ষদর্শী, খাসমহল দক্ষিণ কারারচর, শিবপুর, নরসিংদী

জাকির হোসেন অধিকারকে বলেন, ৭ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১:০০টায় একটি সিএনজি চালিত স্কুটার ভেলানগর বাসস্ট্যান্ড থেকে খাসমহলের দিক দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতর থেকে হঠাৎ চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলে এলাকার লোকজন ঐ স্কুটারটিকে আটক

করে। স্কুটারের ভেতর ড্রাইভারসহ মোট চারজন ব্যক্তি ছিল। এঁদের মধ্যে একজন যিনি ছিনতাইয়ের শিকার তাঁকে অপহরণ করে ছিনতাইকারীরা স্কুটারে তুলেছিল। ছিনতাইকারী সন্দেহে এসময় লোকজন তিন ব্যক্তিকে আটক করে মারধর করতে থাকে এবং একজন এ সময় স্কুটারের ভেতর থেকে লাফিয়ে নেমে দৌঁড়ে নদীর ওপারে চলে যেতে থাকে। কিছুক্ষন পর শিবপুর মডেল থানার পুলিশ আসে। ছিনতাইকারীরা মোঃ ফিরোজ মিয়ার কাছ থেকে ১,৩৮,০০০টাকা ছিনতাই করেছে বলে জানা যায়। ছিনতাইকারীদের আটকের পর তাদের কাছ থেকে ছুরি, ব্লেডও পাওয়া গেছে বলে জাকির হোসেন জানান। তিনি আরও জানান, এলাকাবাসী এ সময় ঐ এলাকার চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামকে খবর দিলে তাঁর উপস্থিতিতে টাকা এবং ছিনতাইকারীদের শিবপুর মডেল থানার ওসির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সামির উদ্দিন (৬০), প্রত্যক্ষদর্শী, খাসমহল দক্ষিণ কারারচর, শিবপুর, নরসিংদী

সামির উদ্দিন অধিকারকে বলেন, তিনি চিৎকার, হৈহুল্লোর শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ির বাইরে আসেন। এ সময় তিনি দেখেন অনেক মানুষ কিছু ছিনতাইকারীকে পেটাচ্ছে। পরে তিনি জানতে পারেন কিছু যুবক ১,৩৮,০০০ টাকা ছিনতাই করে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী তাঁদের আটক করে গণপিটুনী দেয়। ছিনতাইকারীরা ১,৩৮,০০০ টাকা ছিনতাই করে বলে তিনি জানতে পারেন। পরবর্তীতে শিবপুর মডেল থানার পুলিশ আসলে তাঁরা ঐ এলাকার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উদ্ধার করা টাকা এবং ছিনতাইকারীদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

সাখাওয়াত হোসেন (২০), অভিযুক্ত ছিনতাইকারী, নরসিংদী জেলা কারাগার

নরসিংদী জেলা কারাগারে সাখাওয়াতের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি অধিকারকে জানান, নাঈম তাঁকে এবং ইব্রাহীমকে ফোন করে আসতে বলে। পরে নাঈম, ইব্রাহীম এবং তিনি এক সঙ্গে এই ছিনতাই এ অংশ নেন, কিন্তু খাসমহল এলাকায় জনতার হাতে ধরা পড়লে এলাকাবাসী তাঁদের মারধর করে। এ সময় নাঈম দৌঁড়ে পালিয়ে যায় ও পুলিশ তাঁকে ধরতে সমর্থ হয়। তিনি আরও জানান, শিবপুর মডেল থানার পুলিশ তাঁদের থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে এবং নাঈমকে লাঠি দিয়ে পেটায়, কিন্তু ইব্রাহীমকে পেটায়নি তবে কেন পেটায়নি, তা তিনি জানেন না।

এসআই, কাসিফ ছানোয়ার, নরসিংদী সদর মডেল থানা, নরসিংদী

এসআই কাসিফ ছানোয়ার অধিকারকে বলেন, ৭ মে ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২:৩০টায় শিবপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাঁকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানান যে,

একজন ছিনতাইকারী নদী পার হয়ে যাচ্ছে। ওসি ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে বলেন। তিনি ওসির কথামতো ছেলেটিকে গ্রেফতার করেন। তিনি আরও জানান, ছেলেটির শরীর ভেজা, খুব ক্লান্ত এবং পা কেটে রক্ত ঝরছিল। ছেলেটিকে দেখে মনে হল সে অল্প গণপিটুনী খেয়ে থাকতে পারে অথবা নদী পার হওয়ার সময় পাথরে বা অন্য কিছুতেও আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। তাঁকে গ্রেফতার করার ১০ মিনিটের মধ্যে শিবপুর মডেল থানার পুলিশের কাছে তিনি তাঁকে হস্তান্তর করেন।

এসআই, মোঃ নিজামুল হক, শিবপুর মডেল থানা, নরসিংদী

এসআই মোঃ নিজামুল হক অধিকারকে বলেন, নাঈমসহ অন্য দুই ছিনতাইকারী ছিনতাই করার সময় স্থানীয় জনগণ তাঁদেরকে ধরে ফেলে এবং মারপিট করে। এ সময় অফিসার ইনচার্জ, এস আই শাহাআলমসহ অন্যান্য পুলিশ সেখানে পৌঁছে ছিনতাইকারীদের উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁরাও আহত হন। এরপর ওই ছিনতাইকারীদের প্রথমে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে সাখাওয়াত ও ইব্রাহীমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয় কিন্তু নাঈমের অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁকে নরসিংদীর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানকার ডাক্তাররা নাঈমকে দেখার পর তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্যে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। ৭ মে ২০১১ রাত আনুমানিক ৮:০০টায় তিনি তাঁর সঙ্গীয় ফোর্সসহ মোট চারজন এবং নাঈমের বড় ভাই ও অন্য একজন আত্মীয়সহ নাঈমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার একজন ডাক্তার নাঈমকে দেখে স্বাভাবিক বলে নরসিংদীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বলেন। ৮ মে ২০১১ রাত আনুমানিক ১২:১৫টায় নরসিংদীর উদ্দেশ্যে নাঈমসহ তাঁরা রওনা হন। ৮ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ৮:০০টায় খবর পান যে, নাঈম মারা গেছেন। এরপর উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান নাঈমের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করেন। সদর হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্ত শেষে বিকেল আনুমানিক ৫:০০টায় লাশ নিহতের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই মোরশেদ পাঠান বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর ১০(৫)১১, ধারা ৩০২/৩৪ দণ্ডবিধি, তারিখ ৮/৫/১১ ইং। বর্তমানে মামলাটি তদন্তানাধীন রয়েছে এবং তিনি এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মোঃ মজিবুর রহমান মজুমদার, অফিসার ইনচার্জ, শিবপুর মডেল থানা, নরসিংদী

মোঃ মজিবুর রহমান মজুমদার অধিকারকে বলেন, ৭ মে ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১:৩০টায় তিনি তাঁর সঙ্গীয় ফোর্স সহ গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি স্কুটার ভেলানগর বাসস্ট্যান্ড থেকে খাসমহলের দিক দিয়ে যাচ্ছিল এবং এর ভেতর থেকে একজন চিৎকার করছিল "বাঁচাও! বাঁচাও! আমার সব নিয়া গেল রে! আমারে মারি ফেলল রে!" তখন তিনিসহ তাঁর এস আই, ড্রাইভার এবং আরো ২৫ জনের মতো এলাকার লোকজন দৌঁড়ে ঐদিকে যান। তখন স্কুটার থেকে তিনজন ছিনতাইকারী নেমে দৌড়াচ্ছিল আর স্থানীয় লোকজন তাদের মারধর করছিল। তিনি তখন সাখাওয়াতকে গ্রেফতার করেন। এ সময় নাঈম দৌঁড়ে নদীর দিকে পালাচ্ছিল। তাঁর পেছনে অনেক মানুষ তাকে ধরার জন্যে ছুটছিল। তিনি ওয়ারলেসের মাধ্যমে নদীর ওপারে থাকা পুলিশকে ওই ছেলেটিকে ধরতে বলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে জানানো হয়, 'স্যার ওকে ধরছি'। তিনি নাঈমকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে বলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নাঈম এসে পৌঁছায়। এদিকে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে অনেক লোক জড় হয়ে গেছে এবং যে যেভাবে পারছে ওদেরকে মারধর করছে। তিনি যতই ওদের ফেরাতে চান জনগণ থামছিল না। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তার মোবাইল টিমকে খবর দেন। তখন তিনজন ছিনতাইকারীকে অনেক কষ্ট করে গাড়িতে তোলেন। এরা আহত থাকার কারণে প্রথমে এদেরকে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এর মধ্যে কর্তব্যরত ডাক্তার সাখাওয়াত ও ইব্রাহীমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং নাঈমকে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি অধিকারকে আরও জানান, ছিনতাইকারীরা মোট ১,৩৮,০০০ টাকা মোঃ ফিরোজ মিয়ার কাছ থেকে ছিনতাই করে। তাঁরা ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে মোট ১,২৬,৯০০টাকা উদ্ধার করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ২টা ব্লেড এবং তাদের ব্যবহৃত সিএনজিচালিত স্কুটার আটক করেন। এ ঘটনায় শিবপুর মডেল থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ডাঃ নুরুজ্জামান, চিকিৎসক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবপুর, নরসিংদী

ডাঃ নুরুজ্জামান অধিকারকে বলেন, ৭ মে ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৩:০০টায় পুলিশ নাঈম, সাখাওয়াত ও ইব্রাহীমকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তিনি সাখাওয়াত ও ইব্রাহীমকে প্রাথমিক

চিকিৎসা দেন ও নাঈমের অবস্থা গুরুতর বলে মনে হওয়াতে তাঁকে নরসিংদীর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডাঃ এ,এন,এম মিজানুর রহমান, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, জেলা হাসপাতাল, নরসিংদী

ডাঃ এ,এন,এম মিজানুর রহমান অধিকারকে বলেন, ৭ মে ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৫:২০টায় নাঈমকে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে এই হাসপাতালে আনা হয়। তিনি নাঈমকে "semi conscious" অবস্থায় দেখতে পান। এছাড়া তিনি নাঈমের ডান হাঁটুর নিচে সেলাই করা এবং শরীরের কিছু কিছু স্থানে ফোলা দেখতে পান। তারপর নাঈমের উন্নত চিকিৎসার জন্যে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ডাঃ মহসিন, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, নরসিংদী সদর হাসপাতাল, নরসিংদী

ডাঃ মহসিন অধিকারকে বলেন, নাঈমের লাশ হাসপাতালে আসার সাথে সাথেই ময়না তদন্তের জন্য একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট দল গঠন করা হয়। ময়না তদন্ত শেষে এর রিপোর্ট এখনো চূড়ান্ত হয়নি খসড়া অবস্থায় আছে।

রতন চন্দ্র, মর্গ-সহকারী, নরসিংদী সদর হাসপাতাল, নরসিংদী

রতন চন্দ্র অধিকারকে জানান, ৮ মে ২০১১ দুপুর ২:৪০টার দিকে লাশ তার কাছে দেওয়া হয় কাটার জন্যে। তখন নিহতের শরীরে ডান পায়ে হাঁটুর নিচে সেলাই করা ছিল। এছাড়া নিহতের শরীর আঘাতের কারণে ফোলা ছিল।

হাবিবুর রহমান, সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী

হাবিবুর রহমান অধিকারকে জানান, তিনি সদর হাসপাতালে যান এবং নাঈম নামে এক ব্যক্তির লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তবে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অধিকার তথ্যানুসন্ধানকালে অপর অভিযুক্ত আসামী ইব্রাহীমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি।

অধিকারের বক্তব্যঃ

উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে দেখা যায় যে, নাঈম ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিনতাই করতে যেয়ে স্থানীয় জনসাধারনের হাতে ধরা পড়ে এবং গণপিটুনীর শিকার হয়। কিন্তু

সাখাওয়াতের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে না নিয়ে থানায় নিয়ে আবারও মারধর করে। ফলে নাঈম মারা যায় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। মূলতঃ ফৌজদারী বিচার কার্যক্রমের প্রতি আস্থাহীনতার কারণেই গণপিটুনীর মত ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। অধিকার মনে করে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও শক্তিশালী হলে অপরাধীরা পার পাবে না ও গণপিটুনীর মত ঘটনাও ঘটবে না।

-সমাপ্ত -